Sultan Muhammad Razzak

Sultan Muhammad Razzak was born in 1959 in a cultural family of Pabna. He completed his Masters' Degree from University of Dhaka and obtained higher education on research on virtual education development and effective communication from UNESCO ESKOLA, Spain, and UNESCO Thailand and various international institutions.

In his professional life, he has worked in different UN projects on development behavior change communication and education. He has contributed to the development of Bangladesh through the successful use of educational dramas, folk music and videos. His notable works include Rubayat of Sultan, Philosophize, Illusory Philosophize, The Lady and Afternoon Flowers, Swapna Kolpodrum and a total of 14 plays. His works also include Translation of Edward Fitzgerald and Omar Khayyam's Rubai, Mirza Ghalib and Bahadur Shah Jafar's philosophical poems, and 100 poems by 10 poets from the Romantic era. He has taught at various international universities as visiting professor. He has been recognized and awarded nationally and internationally many times for his creative work and active role of virtual education.

রুবাইয়াৎ -ই- সুলতান

৫ম খণ্ড

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

Rubayat of Sultan

5th Part

Sultan Muhammad Razzak

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান-৫ম খণ্ড
সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
সর্বস্বত্বঃ ড.আফরোজা পারভীন
ই বুক প্রকাশনাঃ আগষ্ট ২০২১
অলংকরণঃ নিজ
প্রচ্ছদ, পেজ বর্ডার ইন্টারনেট থেকে নেয়া,
সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার হলো।
মোবাইলঃ ০১৭১১২২০০৬৬৭

Rubayat of Sultan
5 th Part
By: Sultan Muhammad Razzak
Format & design: Self
E book publication : August 2021
All rights: Dr. Afroja Parvin
Cover and Page border: Design taken from
Internet with courtesy. Mobile: 01712200667

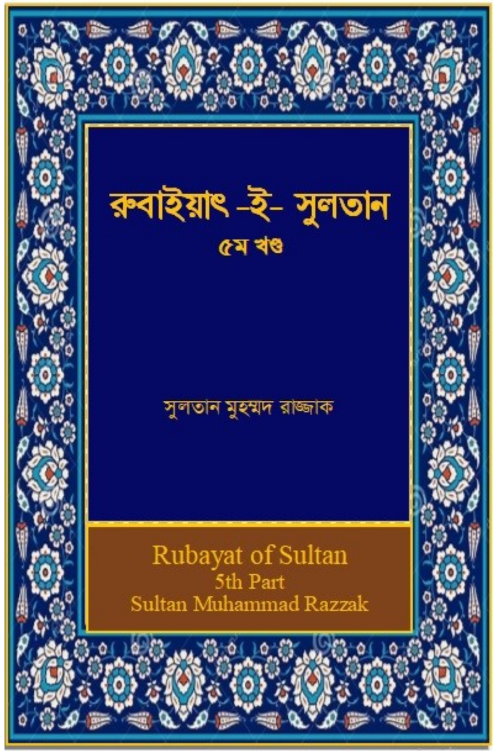

উৎসর্গ

প্রিয়পুত্র
সুলতান মুহম্মদ নাবিল আফরোজ
আমার স্বপ্নবান উত্তরসুরী!

রুবাইয়াৎ ই সুলতান

স্বাগতম প্রিয় পাঠক

১৬০১
লাল সুরাতে লিখে গেলাম, দিলের পরে তোমার নাম;
কাঁদলো না হয় দিন রজনী-তোমার কাছে চাইনি দাম!
কলাবতীর সুরে সুরে- তোমার থেকে আকাশ দূরে-
হোকনা মরণ করে স্মরণ - জপে জপে তোমার নাম!

১৬০২
আমার নেশার কাঁটার আঘাত-তোমার তরে নয় গোলাপ!
আমায় মাতাল করনি তুমি, করেছে তোমার সুরালাপ!
হয়তো চেয়েছি বজ্র আঘাত চাইনি কখনো জ্যোৎস্নারাত
মন বলে পেয়েছি সবই- লাভ কি কেঁদে করে বিলাপ!

১৬০৩
পথে পথে লাভ কি ঘুরে যোগী হয়ে দেশ বিদেশ?
চলরে ফিরে বিবাগী মন আপন ঘরে সেইতো বেশ!
টলটলা সেই নদীর পানি-হারিয়ে গেছে তাতো জানি
কিশোরকালের দিনগুলি তোর সবই আজি নিরুদ্দেশ!

১৬০৪
বকুল ফুলের মালা যেন দু:খগুলো দেখরে মন,
সুরভি তার স্বপ্ন দেখায় প্রাণের ভিতর প্রতিক্ষণ!
মদির হাওয়ার দিনগুলিসব, রাত্রি হল হলো না ভোর-
ভাঙা মেলায় প্রেমের বাঁশী বাজবে বল কতক্ষণ?

১৬০৫
কি বিষ দিলে পেয়ালায় মোর, সাপের বিষে নেশা যার!
টানে কি তাকে স্বর্গ পরী-পিছে হাঁটে সদা মৃত্যু যার!
কতবার আমি মরে যাই- বিদুষী আঁখি কি জানেনা তাই ?
তবে কি ও আঁখি মৃত সাগর, নীল আর নুন বুকভরা তার!

১৬০৬
পথে পথেই দিন গেল তোর, ওরে অবোধ পথভোলা,
জীবন যে কি বুঝলি না তুই, করলি শুধুই জল ঘোলা!
এমন চাষা হলিরে তুই, দু:খ বুনে ভরালি ভুঁই-
দুঃখের গাছে দু:খ ফলে- তুই বসে টান আলবোলা!

রুবাইয়াৎ ই সুলতান

১৬০৭
অথৈ জীবন বিষাদ সিন্ধু, আশার আলো শুধুই হাতে;
একাই তুমি নায়ের মাঝি, করছো লড়াই ঝড়ের সাথে!
ঐ যে তোমার আশার বাতি-যাকে নিয়ে মাতামাতি-
সেটা তোমার মৃত্যু জেনো- নিভলে তা ঝড়ের রাতে!

১৬০৮
কান্না তোমার কেনো যে আসে দু:খ দেখে জগতের,
সৃজন যিনি করেন সদাই, তার কোন নেই রকমফের!
যদিও জানি তাঁর কাছে ন্যায় অন্যায়ের বিচার আছে
তাঁর কাছেই চাইছি দয়া, আর্তি শোন অভাগাদের!

১৬০৯
হে মোর বিবেক তাকিয়ে দেখ নিশুতি রাতে কাঁদে সবাই
দেখো যতই হাসিমুখ হেথায়, দু:খ বিনা মানুষ নাই!
যত ফুল ফোটে বনে বনে, দু:খ তারও মনে মনে
রুপ ও সুরভে ফুটিল তা, মাটিতে ঝরে পড়িবে তাই!

১৬১০
রাতের আঁধারে যে ফুল ফোটে, রাতে তার সুরভ ছোটে,
সেখানে আছে লুটেরা কত, আঁধারে যারা সুবাস লোটে!
তুইতো বেতাল রুবাঈ কবি-সহজ করে দেখিস সবি-
বুঝিস শুধু শরাব সাকী- দুনিয়া সোজা নয় মোটে!

১৬১১
কিছুই জানা হলোনা তো দু:খ আমার সেই খানেই;
জীবন গেল ঝড়ের বেগে জগৎ পড়ে রইলো সেই!
তুমি আমায় করলে বোকা, সব কিছুতেই খেলাম ধোকা,
কিছুই যে নেই লেখাজোখা - দোষটা বল কারে দেই!

১৬১২
রুবাঈ কবি হৃদে দেখো, বাসন্তী এক জ্যোৎস্না রাত,
কাফন পরা কবির দেহে দুধেল জ্যোৎস্না করেছে মাৎ!
পেয়ালাখানি মাথার কাছে- অবহেলায় পড়ে আছে-
শরাবটুকুও খেয়েছে মাটি একটি ফোটাও যায়নি সাথ!

১৬১৩
দিন বদলের সাথে সাথে হৃদয় বদলে গেল তোর,
নালিশ দেবো খোদার কাছে-তুইযে সেই মনের চোর!
হে হৃদয়ের দুঃখের নদী- ভেঙে যা তুই দিল অবধি-
জীবন বাতি নেভার আগেও থাকে যেন তোরই ঘোর!

১৬১৪
তেমন তুমি আমার কাছে- হৃদয় ভরা চাঁদনী রাত;
চেয়ে থাকা মদির আঁখি ভোরের ঘাসে শিশির পাত!
যে নদীটি প্রাণেতে বয়-জলধারা তার স্বপ্নময়-
দূরের বাজা সুরের বাঁশী- বকুল তারার আকাশ রাত!

১৬১৫
এই পেয়ালায় ঢালো সাকী আঙুর পেষা লাল শরাব,
পূর্ণিমাচাঁদ আকাশ ভরা, সুর তুলেছে দিল রাবাব!
এসো আমার কাছে এসো, একটু নাহয় ভালোই বেসো
খোদার কসম তুমি দিলে খেয়েই নেবো বিষ কাবাব!

১৬১৬
জ্ঞানবেত্তা বন্ধু শোন - আমার নেইতো দু:খ কোন,
জ্ঞানেরচর্চা তুমিই করো আমি নাহয় র'লেম বুনো!
আমি নাহয় চাঁদনী রাতে, পেয়ালা ভরা শরাব হাতে
মাতাল হয়ে ক'লেম কথা, আকাশ পানে তাঁরই সাথে!

১৬১৭

একাই আমি বলি কথা, শুনলে কিনা বুঝিনা,
জানি তুমি সাথেই আছো,তাইতো তোমায় খুঁজিনা!
আমার হাতে বিশ্ব দিয়ে- কোথা রইলে তুমি লুকিয়ে
সময় ধরে হেঁটে চলি - কোথায় যাবো তাও জানিনা।

১৬১৮

সাগরপারে জ্যোৎস্নারাতে একাএকা ভাবছো কি?
জীবন সেতো ক্ষণিক স্বপন, তার তুলনা আছে কি!
তোমার মত তুমি চল, অর্থ খুঁজে কি লাভ বল-
যে ফুল ফুটে পড়লো ভূঁয়ে- তার জীবনের অর্থ কি?

১৬১৯

চিনি নাতো দোজখ বেহেশত, চিনি শুধু তোর দু'চোখ,
জমলে সেথায় মেঘের কালো, আমার বুকে লাগে শোক-
চাঁদনী রাতের খেলা যদি, রয় দু'চোখে নিরবধি-
সেই তো আমার স্বর্গ সাকী-সেই আমার খুশীর লোক!

১৬২০

হায়রে মাটি খুঁজে ফিরি মাটির মানুষ এই ভবে!
জীবন গেল পথ চেয়ে দেখা পাবো আর কবে?
ঘুরিফিরি পথে পথে- পাগল হলাম হাজার মতে
গোরের মাটি হয় যে মানুষ- মাটির মানুষ হয় কবে?

১৬২১

কবিতার কোন চরণ আমাকে মুগ্ধ করেনি কখনো সই,
মুগ্ধ করেছে তারার আকাশ নিশিথে আমি চাহিয়া রই!
মুগ্ধ করেছে তোমার আঁখি-তোমার গানের সুরের পাখী
মুগ্ধ করেছো যে নারী তুমি-তোমারেই খুঁজে মরি সই!

১৬২২

জীবন যেন বিকেলের ফুল আঁধারের কোলে ঝরিয়া যায়,
ঘুমিয়ে পড়ে কোন নিশিথে-বসন্ত সকালে জাগেনা হায়!
গীতল জ্যোৎস্না জেগে থাকে-দূর আকাশে মেঘের ফাঁকে,
জগতে কে মনে রাখে কাকে নীরবে সবাই হারিয়ে যায়!

১৬২৩

মন বাগানে ফোটে কেন এত রঙিন ইচ্ছে ফুল,
ভাগ্যঘাটে নৌকো বাঁধা, দাঁড় টেনে তুই করিস ভুল!
ভুল যে আমার নয়তো কিছু-জানি মৃত্যু পিছু পিছু
সাধ্য আমার নয়তো জানি তবু গুণি তারার ফুল!

১৬২৪

বিশ্ব নিয়ে ভাবতে তোরে কে বলেছে রুবাঈকার?
আকাশপাতাল ভাবলি কত, বলতো দেখি কি তার সার!
স্তুতিবাক্যের গ্রন্থগুলি, দেখ চেয়ে তায় পড়ছে ধূলি-
চলছে জগৎ আপন পথে- চিন্তা কেন তোর একার!

১৬২৫

আরেকটা রাত গত হলো, আসলো আবার নতুন ভোর,
সুলতান তুই উদাস কেন, কাটেনি কি রাতের ঘোর?
চিন্তাগুলো পেয়ালা ভরে- দে না রে ভাই সাবাড় করে-
ভৈরবীতে বাজা বাঁশী - আসে আসুক মৃত্যু তোর!

১৬২৬

মানুষ তোমরা সবই জানো, হেথায় তোমার সবাই পর;
তবুও বুকে স্বপ্ন নিয়ে - তোমরা হেথায় বাঁধো ঘর!
নয়তো আপন এ চাঁদ সুরুজ, রইবে পড়ে তোমার বুরুজ
কবরখানাও নয়তো তোমার-করবে দখল আরেক পর!

১৬২৭

হাজার গোলাপ যে বাগানে উঠছে ফুটে সব সময়,
পড়লো ঝরে কয়টি গোলাপ দেখার আছে কার সময়!
মুগ্ধ সবাই এই বাগানে-সরব থাকি গুণগানে-
পায়ে দলি ঝরা গোলাপ - কাঁপে নাতো মোর হৃদয়

১৬২৮

পথের পাশে গোলাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছো রুবাঈকার,
শুধালোনা কেউ তোমারে-অপেক্ষাতে আছো কার?
আমি নাহয় অবহেলায় চলেই এলাম এই অবেলায়;
মৃত্যু জানি টেনে নেবে-দেখবে নাতো হেথায় আর!

১৬২৯

পথের পাশে গোলাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছো রুবাঈকার,
শুধালোনা কেউ তোমারে-অপেক্ষাতে আছো কার?
আমি নাহয় অবহেলায় চলেই এলাম এই অবেলায়;
মৃত্যু জানি টেনে নেবে-দেখবে নাতো হেথায় আর!

১৬৩০

শরাবে মোর নেইকো নেশা, নেশা তোমার দুই চোখের;
বুঝলেনা মোর ভালোবাসা, হানলে আঘাত খঞ্জরের!
কাফন ঢাকা জ্যোৎস্না রাতে হোকনা মরণ তোমার হাতে
খোলা বুকে দাঁড়িয়ে আছি আঘাত হানো আবার ফের!

১৬৩১

ফেৎনা ফেসাদ লেগেই আছে ধর্ম নিয়ে সবখানে;
ছাপোষা সব মানুষ যারা যাবে বল কোন খানে!
চোখে কানে সিল মারা সব-মিছে তর্কে সবাই সরব-
এক গাড়ীতেই সওয়ার সবাই-আবিষ্কার যা বিজ্ঞানে!

১৬৩২

আজকে চল দ্রাক্ষাবনে, কাটিয়ে দেবো জ্যোৎস্না রাত;
শরাব ভরা পেয়ালাগুলো রইবে মোদের সংগী সাথ!
গাইবো গজল বিলাসখানি-তোমার তরেই অভিমানী-
হৃদয় দিয়ে দেখবো হৃদয়- ভিজুক নাহয় আঁখির পাত!

১৬৩৩

গোলাপ বনের বুলবুলি গো নিরব কেন আনমনে
এইযে দেখ মাতাল কবি, কওনা কথা তার সনে!
মৃত্যু ভুলে ভালোবাসায় যেজন হেথায় তোমার আশায়
পেয়ালা হাতে সেই ভোলাকে ভুলবে তুমি কোন মনে!

১৬৩৪

এমন মধু জ্যোৎস্না রাতে উপুর কেন পেয়ালা তোর!
কে জানে বল রুবাঈ কবি, দেখবি কিনা নতুন ভোর!
এ ধরাতে কেউ জানেনা কালকে কোথায় কার ঠিকানা
এমন তুচ্ছ জীবন যদি-পেয়ালা কেন খালি তোর?

১৬৩৫

হৃদয়ে আমার স্বপ্ন দিয়েছো, দাওনি সময় হে মোর প্রভু
জীবন জ্যোৎস্না নিভে গেলে শুধানোর কিছু থাকে কি কভু
দাঁড়িয়ে আমি চিন্তা পথে, মেলেনা হিসাব কোন মতে-
দিন রাত্রির হিসাব ফেলে- অজনার পথে চলছি তবু ।

১৬৩৬

বৃথাই আমার জনম গেলো, তোমায় চেনা হোলনা সাঁই
উজাড় করেছি হাজার গ্রন্থ - সেখানে তোমার চিহ্ন নাই
কেউবা বলে জেগে তুমি- কেউবা বলে ’দিলে’ তুমি-
তোমায় খুঁজে পাওয়াযে সাঁই - আমার কোন সাধ্য নাই!

১৬৩৭

আদম এসেছে নিষেধ ভেঙে-আমরা খোদা তাঁর মত,
শরাব সাকীতে বিভোর থেকে ভাঙছি নিষেধ শত শত!
এইযে দেখি দিনে আলো, রাতের জ্যোৎস্না কত ভালো
আমায় ভাবনা আমার মনে-তোমার কি আর আমার মত?

১৬৩৮

'সময়' জানে তুমি আমি রইবো ক'দিন একসাথে;
আজকে দু'জন আছি সাথে-র'বো কোথায় কাল প্রাতে!
ফুল ঝরে যায় সকল আশার-পায়নি সময় ভালোবাসার
তুঙ্গে যখন ভালোবাসার-ছিনিয়ে নেবে কালরাতে!

১৬৩৯

মৃত্যুকালে বলবো আমি, হে মোর মৃত্যু ব্যর্থ তুমি;
ভালোবাসাটা রেখে এলাম-করছে ধারণ জন্মভূমি!
জীবন নামের শরাব খানা, সকল সময় আনাগোনা
বুকে পুষি নোনা সাগর- বিষ পেয়ালা গেছি চুমি।

১৬৪০

হে মোর অন্তর কোথা নিয়ে যাও কোন নিরাল জ্যোৎস্নায়!
বিষাদ মৃত্যুও বসে রয় সদা তোমার সাথে ফাগুন নায়!
আদ সামুদের গল্প জানি, পাথর খোদাই কতযে বাণী-
সবই পড়ে ধূলার মাঝে -বল তার কি এসে যায়?

১৬৪১

কোথায় খুঁজিস ভন্ডটাকে- দেখ তাকিয়ে আয়নাতে;
আর কেউ নয় তুইই সে জন- তোর তুলনা তোর সাথে!
দরবেশী এক লেবাস পরে খশবু ছড়াস দামী আতরে
দেখনা চেয়ে ভালো করে- মিলছে কিনা তোর সাথে!

১৬৪২

কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিস, নেই জীবনের হিসাব তোর;
হিসাব কষে হয়না জানা, পাবি কিনা আরেক ভোর!
হারাস যদি বনের মাঝে- পথ পাবি তুই হলেও সাঁঝে-
পথ পাবিনা আর কোনদিন - একবার যদি হয় কবর!

১৬৪৩

কোন ভন্ড বেশি ভালো প্রশ্ন জাগে বারে বারে;
দরবেশেরই লেবাস পরা-নাকি মাতাল পথের ধারে?
এরা সবাই খুশবু মেখে- নিজের আচার রাখে ঢেকে
জানিনাতো কেয়ামতে যাবে তারা কোন পারে!!

১৬৪৪

হাজার কবি লিখলো গাথা, তোমার কিছু যায়না এসে;
যেমন শশী তেমনি র'লে মরলো সবাই ভালোবেসে!
আমি কিন্তু তাতেই খুশী, যদিও খাচায় পাখী পুষি-
তবুও একটি জীবন গোলাপ রেখেছি কালো কেশে।

১৬৪৫
তোমার যাবার পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকি বেশরম,
গোলাপ দেখে আমার হাতে-তাকাও তুমি বেরহম!
সেই তুমি মোর গেলে সরে- সে পথ আজো আছে পড়ে
আমিও আছি পথের ধারে- পাপড়ি ছড়াই বেশরম !

১৬৪৬
স্বপ্নে দেখি হুরপরীরা চারপাশে মোর করছে ভীড়,
রঙিন নেশার বাঁকা আঁখি আমার দিলে হানছে তীর!
ভুলেই গেছি জগৎখানি- নেই তুমিও অভিমানী -
আমায় নিয়ে টানাটানি জান্নাতি সব সেই সাকীর!

১৬৪৭
জ্ঞান গ্রন্থ করছে লড়াই যুগের পরে যুগ ধরে,
হাজার গ্রন্থ গেল মরে লক্ষ জন্মে নতুন করে;
বলতো কবি একটু ভেবে-এমন যুগে ছিলি কবে
হাতের মুঠোয় বিশ্ব নিয়ে মানবশিশু খেলা করে!

১৬৪৮
জীবন সেতো আর কিছু নয়-পেয়ালা ভরা লাল শরাব,
চুমুকে সব শেষ হয়ে যায় দিনের আলোর সে খোয়াব!
যদিও তুমি ছিলে পাশে পেয়ালা ভরেছো ভলোবেসে-
নদীর স্রোতে চাঁদ ভেংগে যায়, বদলে নাতো এই স্বভাব।

১৬৪৯
দিয়েছো যখন রঙিলা এ মন, শরাব কেন নিষেধ তায়,
আবেহায়াত দাওনি আমায়, মৃত্যু দিয়েছো প্রতিটি পায়!
দিয়েছো এ সরাইখানা- করেছো কেন শরাবে মানা-
জান্নাতে যার নেইকো মানা-জীবনে কেন নিষেধ হায়!

১৬৫০
মাটি ও জলের সৃজন খেলা দেখনা কবি চোখ তুলে;
দূর আকাশে কিযে দেখিস নিজ সত্ত্বার সব ভুলে!
এই মাটিতেই জন্মযে তোর, এই মাটিতেই হবে গোর-
এই মাটিকে দে না ভরে হাজার রঙের ফুল ফসলে!

১৬৫১
পেয়ালা ভরা শরাবতো নয়,তোমার ডাগর চোখের জল;
চুমুকে চুমুকে পান করে যাই, হৃদয়ে নামে স্মৃতির ঢল!
হৃদয় খুলে দেখো সাথী, পাবে সেথায় জ্যোৎস্না রাতি-
দেখবে সেথায় আমার ব্যথার শিশির ঝরে অবিরল!

১৬৫২
মন জমিনের তুইই মালিক, তুইই মালী কররে চাষ!
যেমন বাগান করবি সেথায় সেই বাগানেই করবি বাসকরিস
যদি গোলাপ চাষ, মিলবে শোভা মিলবে সুবাস
অনাবাদী রাখিস যদি, দুখের সাথে করবি বাস!

১৬৫৩

তোমার চোখের আয়নাতে, পেয়েছি প্রেমিক হৃদয় মোর;
দিলের আওয়াজ বলছে এখন-আসলো নাকি প্রেম ভোর!
এমন করে হয়নি দেখা, এমন করে হয়নি শেখা
এমন করে কারো দীপে মুগ্ধ আলোয় হইনি যে বিভোর।

১৬৫৪

মাতাল যাতে না হই সাকী, খানিক ঢালো পেয়ালাতে;
মৃদু নেশায় তোমার সাথে কইবো কথা আজ রাতে!
আকাশ ভরা বকুল ফুলে, এমন রাতে নদীর কূলে
রইবো চেয়ে সারা রাতি তোমার কাজল আঁখির পাতে!

১৬৫৫

এক পেয়ালা মদের সমান নিশ্চিন্ত নয় কারো জীবন
অনিশ্চয়তা নিয়েও মানুষ স্বপ্ন দেখে সর্বক্ষণ!
হোসনে হতাশ রুবাঈ কবি, এঁকে যা তোর স্বপ্নছবি
ছবিআরেক কবি লিখবে দেখিস- যা চেয়েছে তোর মন!

১৬৫৬

সুলতান তুই দেখনা ভেবে, স্বাধীন ছিলি তুই কবে;
চেষ্টাই শুধু করতে পারিস, যা ফল হবার তাই হবে!
মাতৃ গর্ভে যখন ছিলাম, অঢেল শরাব পিয়েছিলাম
যা বল এই জীবন জুড়ে শরাবখানাই পেলাম ভবে!

১৬৫৭

সদাই যদি আমার দেহে স্বয়ং খোদা হাজির রয়;
দুর্মুখেরা কেন বল-আমায় তবে কাফের কয়!
আমি নাহয় সরাই খানে, মত্ত থাকি দ্রাক্ষা পানে-
সব কিছু মোর খোদা জানে আমিতো তাঁর বাইরে নয়!

১৬৫৮

সুলতান তুই দেখনা চেয়ে, দুই দিবসের জীবন পেয়ে;
ভালোবেসে দিনযে কাটায় মানুষের দল নেচে গেয়ে!
মানুষের এই খুশীর ঢলে-বিমর্ষ এই বিশ্ব চলে-
একদার এক বিরানভূমী-ফুল্ল হলো মানুষ পেয়ে!

১৬৫৯

মির্জা গালিব বলেছিলে - খোদা আছেন সবখানে
মসজিদে কি পথে বসে - শরাব পানের এক মানে;
মির্জা গালিব শোন তবে শরাব বাজার আছে এ ভবে
মসজিদে নয় শরাব খোঁজ, শরাব বাজার যেই খানে!

১৬৬০

সেইযে তোমার পথের কবি আজও আছে রাজপথে;
নিশিত রাতে একাএকা - হেঁটে বেড়ায় জ্যোৎস্নাতে!
আমার রাত্রি একা একা যায়, নির্ঘুম নিরালা নেশায়
শুধু মনে জেগে পুরোন সুবাস-ফোটেনা ফুল আঙিনাতে।

১৬৬১

কোথায়যে তুই ভুলেই গেছিস, ওরে ভোলা রুবাইকার;
ভবের হাটে সবই আছে, খুঁজিসরে তুই কোন বাজার?
ধর্ম বাজার আছে হেথায়, রঙের বাজার আছে সেথায়,
বাজার পানেই ছুটছে সবাই-বাজার মজুদ সং সাজার!

১৬৬২

মানুষ রুপেই জন্মেছিলি,বাড়লো বয়স সাজলি সং,
কালাকালের আয়না দেখে,সদাই মুখে মাখিস রং!
রুবাই কবি সুলতানে কয়, তুইযে পথিক আর কিছু নয়
বেলা গেলো সন্ধ্যে হলো, আর কতদিন করবি ঢং!

রুবাইয়াৎ ই সুলতান

১৬৬৩

হৃদয়পটে সেই চাহনি লেগেই আছে প্রেয়সী মোর;
তোমার আঁখি বল্ল সেদিন 'তুমি প্রেমিক নয় কিশোর'!
বদলে গেলাম প্রবল ঝড়ে-দোজাহানের খুশীর তোড়ে
খুলেই গেল হঠাৎ করে আমার দিলের হাজার দোর!

১৬৬৪

হে মোর খোদা জ্ঞানের শরাব,দিল পেয়ালায় দাও ঢেলে।
পেয়ালা হাতে জ্যোৎস্না রাতে রুবাঈ নিয়ে যাবো খেলে!
মাতাল হলেও বুঝি বেশ-তোমার খেলা হয়নি শেষ
আকাশ আগুন বায়ু মাটি চলছে খেলা এলেবেলে।

১৬৬৫

কেমনে তোমায় ডাকি বল হাজার গুটির তসবীতে;
যে তুমি আমায় ভাসিয়ে দিলে অসীম সাগর রহমতে!
তসবী আমি দিয়েছি ফেলে, বেহিসেবী যিকির দিলে
ভাসিয়ে দেবো এ মন তনু মহাব্বতের নীল স্রোতে!

১৬৬৬

ঘুমে ঢুলু ঢুলু পাহারাদারেরা,পূবগগনে সোনালী ভোর,
খোদার নামের শরাব পিয়ে দুহাত তুলে কর শোকর!
রাতে কত ফুল ঝড়ে গেছে, শরাবি ওরে তুইতো বেঁচে
পেয়ালা হাতে যা নেচে নেচে-সরাইখানার খুলছে দোর!

১৬৬৭

যখন তুমি অনেক কাছে-মনে হতো অনেকদূর;
এখন তুমি অনেকদূরে বসত আমার হৃদয়পুর!
এই কি বুঝি মানুষের মন,শুন্যতায় জ্বলে হুতাশন
প্রথম জীবনে যা ছিল অসুর, শেষে দেখি তারাই সুর।

১৬৬৮

খুশবুদার গোলাপ ভুলেছি, ভুলে গেছি আমি চাঁদনী রাত,
ভুলি নাই শুধু বেদরদি মোর, মধুরিমা সেই আঁখির পাত!
বাজেনা আমার সুরের বাঁশি-পেয়ালা ঝলক সেই যে হাসি
তুমি ছাড়া বল প্রিয়তা বন্ধ-কোথায় জগতে রাখবো হাত!

১৬৬৯

বুঝে থাকি যদি চাহনি তোমার, বসন্ত সেথা সমাগত;
হৃদয় বাগান সবুজে প্লাবিত, ফুটেছে সেথায় ফুল শত!
অথচ আমি সাঝের আলোয়, সাজিয়েছি এক দীপালয়
দেখিনি ফিরে পিছনের পথ-ভাবিনি সেসন দিন বিগত।

১৬৭০

সুলতান তুই অবহেলায়, দিন কাটালি খেলায় খেলায়;
কমলকলি ফুটবে কি আর তোর সায়রে এই বেলায়?
বেশতো ভালো এইযে পথে-মিলিয়ে গেলি ছায়ার রথে
বোঝার কিছু নেইযে হেথায় এটাই জীবন এ সরাইখানায়

১৬৭১

সাগরপাড়ে স্বপ্নগুলো কোন আবেগে যাই লিখে;
ছলাৎ ছলাৎ ঢেউয়ের ঘায়ে সবগুলো তার হয় ফিকে!
জীবন থেকে কত ছবি, আপনি মুছে গেছে কবি
স্বপ্ন তবে আসে কেন - জীবন থেকে কি শিখে!

১৬৭২

কাঁদিনা আমি তোমার বিরহে, স্বাক্ষী আছে রাতের চাঁদ;
নিশি ফুলেরাও জেনে গেছে, নিরবে মরেছে আমার সাধ!
জীবন যখন আলোকিত রয়-প্রেম বিরহ তখনই রয়-
আঁধারের কথা আঁধারে থাক-এখানেই থাকি উন্মাদ!

১৬৭৩
তোর খাঁচাতেই বাস করেযে দুঃখগুলোর পোষাপাখি,
ভুলেই গেছিস নশ্বর তুই-উড়বে তোরও প্রাণপাখী!
ভালো করে দেখনা সখা- তুই জগতে একা একা
আপন ভেবে জগতটাকে মিছেই করিস ডাকাডাকি!

১৬৭৪
নেভেনি প্রিয়া সেই দীপালী, আজো জ্বলে এই প্রাণে,
আজো জেগে আছে হৃদয় ক্ষত-হেনেছিলে আঁখি বাণে!
কি আছে বল ঝরা ফুলে- কি থাকে বল ভাঙা কূলের
জানিনা আমি বুঝিনা আমি- প্রেম থাকে কিনা অভিমানে।

১৬৭৫
বলেছিলে, ভুলে যাও মোরে-সেই দেখা শেষের বার,
কেমনে ভুলিবো গোলাপ গো, হৃদয়ে বিদ্ধ কাঁটা আমার !
আমি আছি বেশ বিদ্ধ কাঁটায়- জানি তুমিও বিদ্ধ যে হায়
হয়ত আমার নিরেট কাঁটা- গোলাপ বিদ্ধ করেছে তোমায়

১৬৭৬
জীবিত কিম্বা মৃত এ জীবনে, সে প্রশ্ন নয় হে মোর প্রিয়;
দরাজ দিলেভালোবাসা জেনো,তোমার জন্যে মোর প্রিয়!
খোপায় যে ফুল থাকে এবেলায়, অন্য বেলা গড়ায় ধূলায়
এ দৃশ্য তো অতি অতি সাধারণ এবং প্রাচীন জেনো প্রিয়!

১৬৭৭
কে রাখে মনে চাঁদের স্মৃতি, ডুবে যায় যবে নীল নভে;
কেঁদে নে কবি, মুছে যাবে সবই-সরাইখানার এই ভবে!
এখানে এই পৃথিবীর পরে- জলের মূল্য বেশী করে-
তোর যদি অশ্রুতে কিছু হয়- হোক না কিছু তাই তবে।

১৬৭৮
ভয় কেন পাস সুলতান তুই, ডাকলে মেঘ আসলে ঝড়;
দেখনা চেয়ে স্বপ্ন নিয়ে হাজার মানুষ পথের পর!
অচীন দেশের ঘোড়সোয়ারে- এসেছে যে বারে বারে
লুট হয়েছে স্বপ্নগুলো - দেখেনি তা অবিনশ্বর !

১৬৭৯
দেখনা ভেবে হাজার বছর, রইবি কোথা কি হবে তোর,
ধূলাও খুঁজে পাবি নাতো- হারিয়ে যাবে কোথায় গোর!
জ্ঞানের আলো যায় যতদূর দেখনা চেয়ে অতীত সুদূর
বাদশাহ 'ইরাম' ধূলায়- কেউ জানে না কোথায় গোর!

১৭৮০
সত্য মিথ্যা ধরম করম হাজার রকম দল আছে,
শুদ্র থেকে মহামানব - মৃত্যু থেকে কে বাঁচে?
খোদার হিসাব সবার তরে- এক নিয়মেই চরাচরে
কারো চেয়ে কেউ মহা নয়- সরল বিচার তাঁর কাছে

১৬৮১
ভুলেই গেছি সেদিনগুলো-মধ্যরাতে হাসছে চাঁদ;
তারার সাথে বলছি কথা নিশীথ রাতে নির্বিবাদ!
মনে ছিলো সুরের গান- ছিল নাতো অভিমান
চাইনি কিছু তোমার কাছে শুধুই ছিল জানার সাধ!

১৬৮২
সুলতান তোর দেহখানি, সুরভিত শরাবদানী,
বাদাখশানী চুনির মত উপচে পড়ে লালপানি!
নিথর সায়র তোর হৃদয়ে কে যেন যায় কথা কয়ে
মনে রাখিস জীবন সত্য- চুপি চুপি এই বাণী!

১৬৮৩
বাঁকির কথা থাকনা বাঁকি, নগদ হেথায় ঢালো সাকী
আমার হাতের এই পেয়ালায়; মুখটি তোল,তোল আঁখি!
জানিনাতো আবার কবে- তোমার সাথে দেখা হবে-
পাবো কিনা তোমার সাথে এমন মধুর জ্যোৎস্না রাতি!

১৬৮৪
মনে রেখো বন্ধু আমার এই জীবনই সত্যসার;
ফুল ফোটানোর সময় এখন, পাবেনাতো সুযোগ আর!
আর যা তা সব গল্প গাঁথা, কেউ জানেনা আগা মাথা
জীবন যদি সরাইখানা- তবে সত্য সুরাসার।

১৬৮৫
তোমার সাথে প্রথম দেখায় ফুটলো মনে গোলাপ বন;
থমকে গেল সময় আমার সেইযে মাতাল মদির ক্ষণ!
হঠাৎ যেন জ্যোৎস্না রাতে হারিয়ে গেলাম কস্তুরিতে
বল্ল হৃদয় ওরে সময় থাকনা আরো কিছুক্ষণ!

১৬৮৬
যতই থাকিনা সরাইখানায়, হইনা যতই শরাব বিভোর;
অচ্ছুৎ করে দাওনি জানি রেখেছো খোলা হৃদয় দোর দয়াল
খোদা তোমার কাছে, শরাবখোরের মূল্য আছে
অহেতুক তবে ধর্মকীটেরা মিছে মিছেই করছে সোর!

১৬৮৭
তার’চে বল কে অসহায়, নিশীথে কেঁদে হেসে যায়,
অভিমানের আগুন জ্বেলে নিজের দিল নিজে পোড়ায়
তারচেয়ে বল কে অসহায়, ভরা ভাদরের জীবন নায়,
দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে, চোখের জল হাসিতে লুকায়!

১৬৮৮
যে প্রার্থনায় নিদ্রাতে যাস এসেছে আবার সেই সকাল,
ভীড় করেছে জীবন নামের সরাই খানায় সব মাতাল!
আবার বুকের পেয়ালা ভরে, আশার শরাব নেরে ভরে-
কাজের নেশায় যা ডুবে যা- ভুল করিসনে রে বেতাল!

১৬৮৯
নষ্ট তোদের বিবেকগুলো, চলিস পথে উড়িয়ে ধূলো;
জ্ঞানপাপী তুই নয়তো মাতাল-নয়তো বোকা মনভুলো!
মিশিস বটে সবার সাথে- টানিস সবি নিজের পাতে-
আমায় নিয়ে সরাইখানায়- ঝুলিয়ে দিলি নাকে মুলো!

১৬৯০
জানালার পাশে সারারাত আমি, বনে ডুবে গেল চাঁদ;
স্মৃতি পাখীরা মরে গেছে - মরে নাই তবু কেন যে সাধ!
তোমরা বল ভাগ্য হাতে-নেমেছি ধরায় কোন একা প্রাতে
যদি সব লেখা পূর্ব থেকে- তবে কিসে আমার অপরাধ?

১৬৯১
তোমার দুঃখ তোমারই শুধু, আর কারো নয় এই ভবে;
দুখের তারা জ্বলেই থাকে তোমার ব্যথার নীল নভে!
সাগর তীরে ঘর বাধলাম,মেঘ জ্যোৎস্নায় কত ভিজলাম
এখনো চলি ভেজা পথ ধরে, সুদিন বল আসবে কবে?

১৬৯২
গোলাপ বাগে কাটিয়ে জীবন কে পেয়েছে সুবাস তার?
সুবাস মেলে সেই মানুষের, হৃদয়ে গোলাপ ফুটে যার!
সুবাস সেতো মৃত্যুর গান- তুমি কি পারো তা অবধান
ছিন্নভিন্ন ফুলেরা দেখ, আরেক নৈবেদ্যে হয় আচার!

১৬৯৩

কে তুমি বল শরাবি শায়ের? তার জবাবেতে বলি;
মেঠোফুল আমি পায়ের নীচের- যাকে গেছ তুমি দলি!
বললে তুমি আবেগী শায়ের-তোমাকে বলি আবার ফের
এ জীবন হলো দুঃখ সুখের—প্রতিটিক্ষণ উপভোগের।

১৬৯৪

তোমার কাছে বেগানা হয়েছি,চাঁদের কাছে হইনি সই;
তাইতো রাতের মুসাফির আমি চাঁদের সাথে কথা কই!
নেকাবে যদিও মধুমুখ ঢাকা-কবেই সেতো হৃদয়ে আঁকা
নিরালা নিশিথে এখনো আমি তোমার সাথেই কথা কই।

১৬৯৫

ভেবোনা তুমি গেলে চলি, ফুটবে না আর কুসুম কলি;
উঠবেনা আর চাঁদ আকাশে পড়বেনাতো জ্যোৎস্না ঢলি!
সাদ্দাদের সে বেহেস্তখানা, ধুলির সাথে আজতো ফানা,
তুমি বিনা সরাইখানা, সরব রবে তারও গলি!

১৬৯৬

আঁচল তোমার সামলে চল, গুঞ্জন চলে শহরময়;
তোমার দেহে ঢেউ জেগেছে, বসন্তেরই বায়ু বয়!
পূর্ণশশী লুকাতে পারে না-রুপসী হলে রুপ ছাড়েনা
সুবাস যখন ছড়িয়ে পড়ে- আচ্ছন্ন থাকে মনোময়।

১৬৯৭
কেউ বলে সাধু সূফী, কেউ বলে তোরে শরাবখোর;
কেউ বলে তোরে খৈয়াম, গালিব মির্জার ভাবের চোর!
আমি বলি আমি রাতের চারণ, দিলে রেখে খোদা শরণ
পথের ধুলায় ছন্দ মিলিয়ে - খুঁজে বেড়াই মোর কবর!

১৬৯৮
ঘুমিয়ে পড়ে আমার 'দিলে' কোলাহলের এই শহর;
যখন তুমি আমার পাশে, আর সকলি অবান্তর!
জ্যোৎস্নাঢালা রাত কিছু নয়, পেয়ালাভরা মদ কিছু নয়
তুমিই আমার বাসন্তী রাত- মাতাল বনের সুর লহর!

১৬৯৯
বলবে তোমরা মরলে আমি 'সেইযে মাতাল রুবাইকার',
শব্দগুলোও শরাব পিয়ে-করতো খেলা প্রাণে তার!
তার হৃদয়ের সালতানাতে-সদাই ছাওয়া জ্যোৎস্না রাতে
থাকলে বেঁচে গলার হারটি দিতাম তাকে পুরস্কার!

১৭০০
আমার হৃদয় পেয়ালা ভরে, ঢালছো শরাব অকাতরে
হে আমার দয়াল খোদা-মাতাল না হই কি করে!
এইযে জীবন সরাইখানায়-তোমার দয়ায় দিন কেটে যায়
মাতাল হই নেশায় থাকি-ঢালছো দয়া আমার পরে।

১৭০১
সুলতান তোর কষ্টগুলো, হাসির আড়ালে লুকিয়ে রাখ;
আনন্দকে বিলিয়ে দে তুই, দুঃখগুলো তোরই থাক!
জগতে যত লুটেরার দল-কি নেয় কবরে আমায় বল
জহরতের নেশায় না পড়ে-শরাবে তুই বুঁদ হয়ে থাক।

১৭০২
আহত যখন হৃদয় পাখী, কি গান আশা কর সাকী
কান্না ছাড়া জানেনাতো, মদির মাখা সেই আঁখি!
প্রাণের জন্ম দেহের নেশায়-বহমান তারা এক নেশায়
সামলানো যায় কি বল-অন্তরের গান গায় যে পাখী।

১৭০৩
বাগান যখন উজাড় ঝড়ে মৌমাছি কি আসে আর?
জৌলুশ যদি যায় হারিয়ে বন্ধু কি আর থাকে তার?
রাখিস মনে রুবাইকার, মায়ায় ঘেরা এ সংসার-
যে যার পথে হাঁটছে মানুষ সবার খেয়াল আপনার!

১৭০৪
জীবন যেন ঝড়ের বাতি কখন যেন নিভে যায়,
এমন ক্ষণে সুলতান, কেমনে প্রেমে পড়লি হায়?
হাতের মুঠোয় মৃত্যু নিয়ে দুই বেহুঁশে সরাব পিয়ে
কেমন করে নাও ভাসালি প্রেমের অকূল দরিয়ায়!

১৭০৫

পাখীর গানে মুখর বাগান, পূব দিগন্ত লালে লাল,
পেয়ালা হাতে সরাইখানায় ছুটছে যত পাঁড় মাতাল,
তুই কেন শুধু ঘুমিয়ে কবি জীবন যখন স্বপ্ন ছবি-
দেখিস না তুই তাদের কাছে- হক বেহক সব হালাল!

১৭০৬

আলো থেকে সরে গেলে আঁধারেতে হয়যে ঠাঁই,
আঁধার আর আলো ছাড়া এ জগতে আর খেলা নাই!
এখানে এখন তুমি আর আমি- ঠিক যেমন দিবস যামী
একের পিছে অথবা আগে-ধাবমান আর পরিচয় নাই।

১৭০৭

কেউবা কাঁদে পথে পথে, রাজপ্রাসাদে কাঁদে কেউ;
মানুষ যারা তাদের বুকে নীল সাগরের লাগে ঢেউ!
জ্যোৎস্না কখনো দুঃখ হয়ে, প্লাবন ডাকে সব হৃদয়ে
দিলের ভিতর কত কবর- জানেনাতো খবর কেউ!

১৭০৮

আমি যদি হতাম গোলাপ, পরতে খোঁপায় আমায় ছিঁড়ে,
মৃত্যু আমার ধন্য হতো সুবাস মাখা চুলের নীড়ে!
কখনো ভেবে কাঁপেনি বুক-কারো মৃত্যু-কারো তা সুখ
জগত জীবন গঠিত এমন- সদাই বিদ্ধ কোন না তীরে।

১৭০৯

চার পণ্ডতির সেই যে কবি নদীর ধারে অপেক্ষায়,
মনের কথা রইলো মনেই, হলোনা বলা প্রিয়া তোমায়!
প্রশ্ন সদাই প্রাণে জাগে, ফুল ফুটিয়ে কি লাভ বাগে
কি লাভ বল জড়িয়ে এখানে জীবন নামে মিছে মায়ায়!

১৭১০

একটি হলেও ফুল ফোটা তুই ওরে বোকা রুবাইকার;
একবারই তোর আলোর জীবন-আর সবইতো অন্ধকার!
কালগুলো সব কালের ঘরে-জীবনগুলো ধূলোয় পরে-
দিকবিজয়ীরা কি পেল শেষে কি লাভ হয়েছে স্বর্গ গড়ে!

১৭১১

ফুল ছিঁড়তে বলোনা সাকী বাড়াতে ঐ খোঁপার সাজ!
হৃদয় গোলাপ দিলাম তোমায়; ফুলে আর কিসের কাজ?
দুঃখ হলো ভালোবাসা কি? তুমি আমি কেউ জানিনি-
প্রেম কি তবে মুদ্রার মত-দুই পিঠে তার দুইটি সাজ!

১৭১২

ফুরিয়ে গেছে কথা আমার আঁখির তৃষ্ণা হয়নি শেষ;
তাইতো প্রিয়া তোমার চোখে তাকিয়ে থাকি অনিমেষ!
মৃত্যুকালে চেয়ে থাকে-দেখার নেশা জেগে থাকে-
আমরা তাকে বন্ধ করি- বলি তোমার দেখা শেষ।

১৭১৩
ফুলের কাছে শিক্ষা নে তুই কেমন করে হাসতে হয়-
জীবন সুরভি ছড়িয়ে দিতে ভালোবাসায় জগৎময়!
পড়লি বটে অনেক কিছু-শিক্ষা রইলো পড়ে পিছু
জ্ঞান পিদিমের নীচে র'লেম- জীবন রইলো আধারময়!

১৭১৪
কি লাভ তোমার সেই বসন্তে-ঝড়ে উজাড় ফুলগুলি;
কান্না তুমি রাখবে কোথায় মরলে গানের বুলবুলি?
জীবন যেথায় টলমল স্বপ্ন দেখে লাভ কি বল
স্বপ্নবানের স্বপ্নগুলি মরার পরে হয় ধূলি!

১৭১৫
রইলো পড়ে সরাইখানা, পিপাসাতো রইলো ঢের;
রইলো পড়ে অযুত তারার লেখা আমার জীবন শের!
রইলো পড়ে পেয়ালাখানি, রইলো ভরা শরাবদানী-
রইলো পড়ে চাঁদনী রাতি-দিন ফুরালো সুলতানের!

১৭১৬
পাপড়িগুলো ঝরার সাথে ছড়িয়ে গেলে সৌরভে,
এইতো তোমার গল্প গোলাপ-শিখবে মানুষ আর কবে?
যে কথা কও তুমি গানে উল্টো বোঝে সুলতানে-
কোনটা শুরু কোনটা যে শেষ- রঙ্গলীলার এই ভবে।

১৭১৭

ঝিমাস কেন সরাইখানায় পেয়ালা হাতে তোল শায়ের,
আকাশভরা পূর্ণিমা চাঁদ, জ্যোৎস্না গলে পড়ছে ফের!
গাইছে দেখ বিভোর সাকী-নেশায় কেমন মদির আঁখি
কবিতাখানি পাঠ করে যা- হৃদয়ে লেখা তোর প্রেমের!

১৭১৮

আজকে আবার মনবাগানে ফুটলো গোলাপ ফুলগুলি,
কাঁটায় ভরা শাখায় বসে গাইছে তবু বুলবুলি;
বুক ভরে নে ফাগুন বাতাস, আছে যখন বুকেতে শ্বাস
চোখ ভরে দেখ তারার আকাশ-থাকবে না এই দিনগুলি!

১৭১৯

সুলতান তুই নয়রে কিছু, দেখ তাকিয়ে বিশ্বময়;
আকাশ বলে আমার বুকে লক্ষ বিশ্ব জেগে রয়!
কত গ্রহতারা আপনহারা-সব যেন তারা পথ হারা
আপন পথে চলে ছুটে-কাউকে দেখার নেই সময়!

১৭২০

বন্ধু ওরে তোর স্মরণে, এতো গোলাপ নেই ভুবনে;
সাগর ভরা কান্না আমার, লুকিয়ে রাখি আপনমনে!
জগৎ যখন এতো নিদয়, মরু হয়ে যারে হৃদয়-
বুলবুলিটা চলে গেলে কি থাকে আর ফুলবনে!

১৭২১

আকাশ ভরা বকুল ফুলেরা- তখনো জেগে মাধবী রাত-
শুন্য পেয়ালা রয়েছে পড়ে সেখানে পড়েনা আমার হাত!
কবরের পাশে লাগিয়ে দিও গোলাপ চারা হে মোর প্রিয়-
তার ছায়ে আর মদির বায়ে কাটবে আমার দিবস রাত!

১৭২২

পারোতো বসো মাথার দিকে-সুরভি যেথা গোলাপ ঝাড়,
গল্প করো জ্যোৎস্না নিশিথে, নেই প্রয়োজন প্রার্থনার!
যাই হোক মর্জি খোদার-পরকালে পাবো কোন এক দ্বার-
বুঁদ জ্ঞানীদের কথা বল সই-শিষ্য ছিলাম যে পাঠশালার!

১৭২৩

আদম হেঁটেছে যে পথ ধরে সে পথ আমার দু'করে;
হেঁটে যাই সে ছায়াপথ ধরে সেই গন্ধম মোর উদরে!
বল, আমার কিসে পরিত্রাণ-দেহ জুড়ে সে নেশার গান
আমি তো মেনেছি জন্মমৃত্যু- কিসের বিচার তারপরে!

১৭২৪

কালের গাড়ী ছুটছে বেগে তুমি আমি তার সাথে,
তোমার মাথায় সূর্যতারা- শরাব সাকী মোর সাথে;
খোদাই জানে শেষ বিচারে, কি হবে কার মৃত্যু পারে-
হয়তো আমি মরবো আজি, তুমি নিশ্চিত কাল প্রাতে?

১৭২৫
বছর শেষে জানি আমি তোমার দিলে তৃষ্ণা ঢের,
নেহায়েতই তুচ্ছ ছিল-রুবাইগুলো সুলতানের!
গোলাপ হয়ে ফুটিনিতো তোমার বিশাল বাগানের
তবুও আমি ছিলাম যে ফুল পায়ের নীচে ঘাসবনের!

১৭২৬
যে সুরভি খুঁজেছিলে, গোলাপের ঐ গাছে গাছে;
সেই ফুলটি ফুটে ছিল, তোমার পায়ের অতি কাছে!
দেখছো তুমি-নীরব আঁখি, পায়ের কাছে একটি পাখি
দূরে ঠেলে দিতে পারো- নিতেও পারো কোলের কাছে।

১৭২৭
আতশবাজী চলল কত সরাইখানাও চমকালো,
আসলো আরেক নতুন বছর সাকী এবার দীপ জ্বালো!
পেয়ালাখানি ভরে দিও এই শতকের জ্ঞানের আলো-
ভালোবাসার মন্ত্র বুকে-সবাই যেন রয় ভালো!

১৭২৮
বিষাদের রাত কতযে কেটেছে, কেঁদেছে প্রাণে বুলবুল;
অবাক হয়ে দেখেছি সকালে-বাগানে তবু ফুটেছে ফুল!
সারারাত ছিল আকাশে চাঁদ, তারারা ছুটেছে নির্বিবাদ
নোনাজল শুধু তোর চোখেতে-আর কারো নয় রে বেভুল!

১৭২৯
আযান হলো এখনো কেন মিস্টিঘুমে রই বিভোর,
স্বপ্ন দেখা হয়নি কি শেষ দুনিয়াদারির শরাবখোর!
মাফ চেয়েনে খোদার কাছে দিলে তিনি হাজির আছে
এখনি যে মোক্ষ সময় তাঁর নামে তুই হ’ বিভোর!

১৭৩০
আহ্, আকাশে চাঁদের আলো, বল বাধা তার কোনখানে;
ফুল ফুটালো আজকে রাতে, বিষাদ ভরা আমার প্রাণে!
জ্ঞান পিপাসার পেয়ালা বাঁকি - আরো সুধা ঢালো সাকী,
ভোর হতে হোকনা দেরী- রইনা মজে তোমার ধ্যানে!

১৭৩১
কে জগতে বড় ছোট মূর্খ আমি পাইনা ঠিক,
হাজার প্রশ্নের বিদ্ধ শরে ছুটে বেড়াই দিগ্বিদিক।
সবাই যখন বিষাদ প্রাণে চলছে ছুটে মৃত্যুপানে-
মানুষ পশু ফুলও কীটের নেইতো কোন অন্যদিক!

১৭৩২
জন্ম থেকে মৃত্যুবধি শুধুই একটি সরল পথ,
দুইপাশে তার সরাইখানায় হাজার কথার হাজার মত।
দরবেশীতে কেউবা বেতাল, পেয়ালা হাতে রয় মাতাল
কেউবা চলে দুচোখ বুঁজে জীবন যেন বাঁধা গৎ!

১৭৩৩
নেই হেথা মিল কারো সাথে জীবন জমি কর্ষণে,
চন্দ্র তারা মিলতে পারে, মেলেনা কারো দর্শণে!
মহাজ্ঞানী মহাজনে, মুক্ত ছড়ায় উলু বনে-
হয়নি কিছু বন মানুষের ধর্ম কথার বর্ষণে!

১৭৩৪
জ্ঞান উন্মেষ হলোনা তোর, অলীক স্বপ্নে রও বিভোর,
আসবে আলো কেমন করে, বন্ধ যদি জানলা তোর!
দুনিয়াদারির এই বাজারে; সরাইখানার দ্বারে দ্বারে-
জ্ঞানের মুক্তা খুঁজতে গিয়ে- হয়েই গেলি শরাব খোর!

১৭৩৫
সওয়ার হয়ে দেহের রথে,আসলে তুমি জীবন পথে;
পরিচয়তো রাখলে গোপন, চিনবো তোমায় কোন মতে!
এইযে জননী পৃথীবী তোমার- বদলে গেছে কতযে বার
তোমার মত সেও তো সাকী- সময় নামের এই পথে।

১৭৩৬
হারিয়ে গেলে ওগো সাকী মন ও দেহের সমন্বয়,
ফুল কি ফোটে আগের মত বাগান যেথা বিপর্যয়?
সুর হারানো বনের পাখী আর করেনা ডাকাডাকি
কি আর হবে মদিরা পানে- জীবন যখন বিষাদময়!

১৭৩৭

কেমন আছো বন্ধু আমার শিশির ছোঁয়া ঘাসের ফুল;
পথের পাগল তার কাছে যে, শ্রেষ্ঠ তুমি রুপ অতুল!
পথিকেরা কেউ দেখে নাই, ভাবুকেরা কেউ খোঁজে নাই
এক সে মাতাল মুগ্ধ ছিলো- ভেবোনা তার মনের ভুল!

১৭৩৮

নীরব কেন চাঁদনী রাতে দ্রাক্ষাবনের বুলবুলি,
জ্যোৎস্না নদীর ভাসলে কোথায় মনগহনে পাল তুলি!
পেয়ালা তোমার হাতেই আছে, গজলরানী সাকী পাশে-
হুরপরীরা হয়তো আছে বেহেশতখানার দ্বার খুলি!

১৭৩৯

বিবাগী তোর মিছেই সাজা বাসলি-ভাল সবকিছু;
চাঁদনী স্বপন গজল রাতি-ছাড়লো নাতো তোর পিছু!
সকাল বেলায় ঘাসের শিশির- অস্তবেলার নদীর তীর
বৃষ্টি এলে মাটির গন্ধ- ভালোবাসিস সব কিছু!

১৭৪০

শিরায় শিরায় সুরা যে তোর, মনের ভিতর দ্রাক্ষাবন,
সেথায় মদির চাঁদনী রাতি, জেগেই আছে সারাক্ষণ।
মন নামের সেই আজব দেশে, সাকী সুরা সবই আছে,
সবই যেন হাতের কাছে, খুঁজতে গেলে দূর গগন!

১৭৪১

হয়তো কোন জ্যোৎস্না রাতে, রুবাঈ কিতাব নিয়ে হাতে;
পড়ছো আমার পঙতিগুলো, হয়তো তুমি মুগ্ধ তাতে!
হয়তো তখন সরাইখানে, মাতাল সাকীর আঁখির বাণে-
গোঁজামিলের অংকগুলো বৃথাই মিলাই নিজের সাথে!

১৭৪২

বোধিবৃক্ষের নীচে বসে হাজার বছর করলে ধ্যান,
হয়তো মিলবে দুই এক কথা- পাবিনা তা যা বিজ্ঞান।
লাভ নেই করে গুরুর স্মরণ বদলে গেছে জ্ঞানের ধরণ
বিজ্ঞান বাড়ে গবেষণায়- বাড়েনাতো করলে ধ্যান!

১৭৪৩

একদা এক জ্যোৎস্না রাতে, বল্ল আমায় ক্লান্ত চাঁদ,
তাহার চেয়ে সে ফুল সুখী-জীবন যাহার একটি রাত!
কি করবো এই দীর্ঘ জীবন, মরু ঝড়ের বয় হুতাশন
উড়ছে ধূলো স্বপ্নগুলোর, মরু মিরচিকার মতন

১৭৪৪

সুলতান তুই দেখিস কিনা, সৈকত আর সাগর ঢেউ;
আসছে এবং যাচ্ছে ফিরে প্রতিবারেই নতুন কেউ!
জ্ঞানের চক্ষু না র’লে খোলা- বুঝবিনা তুই ওরে ভোলা
আছড়ে পড়ে কেউ হাসিতে-শেষ বিদায়ে কাঁদছে কেউ!

১৭৪৫
তারপরে কি, তারপরে কি? প্রশ্ন জাগে সদাই মনে;
জবাব তুমি দিলেনাতো, খেলছো একা আপন মনে!
চলছে লড়াই মতে মতে- দিশেহারা আমি পথে-
সওয়ার হয়ে কালের রথে- জীবন গেল আঁধার বনে!

১৭৪৬
ইচ্ছে করে গোলাপ বুনি, তোমার পথের দুইপাশে;
দেখবো আমি দূরে থেকে, তোমার মুখে চাঁদ হাসে!
এইযে ধরা বিষাদভরা মৃত্যু এবং দু:খ জরা-
এরই মাঝে রইলে ভালো- আমি নাহয় নেই পাশে!

১৭৪৭
জানি সাকী তোমার আঁখি, মাতাল করলো হাজার লোক;
তারই মাঝে তুচ্ছ আমি লিখছি কিছু প্রেমের শ্লোক!
জানি আমার মরার খবর-তোমার দিলে তুলবেনা সোর;
লিখবেনা কেউ মৃত্যুতে মোর- ভালোবেসে এক স্তবক!

১৭৪৮
মনটা তোমায় সদাই খোঁজে, জমিন এবং আসমানে,
কোথায় থাকো বন্ধু আমার, নিবাস তোমার কোনখানে!
আঙুর পেষা শরাব দিলে, বেঁহুশ আমি সে সব গিলে-
মাতলামিতেই রাত্রি গেল; তোমায় পাবো কোন ধ্যানে?

১৭৪৯

জ্ঞানবেত্তা বন্ধুরা সব, তোমরাই করো তর্কঝড়;
আমি খুশী একটি গোলাপ, ফোটাই যদি ধুলির পর।
আমার হিসাব একদম সোজা, শেষ হয়েছে সকল খোঁজা
জন্ম ছিলনা তোমার হাতে- কিন্তু ঠিকই চেনো কবর।

১৭৫০

তোর হাতে ফুল ফুটবে হাজার, তুইযে বাগের বনমালী;
প্রথম ফুলটি ঝরছে বলে, মিছেই কেঁদে বুক ভাসালি।
জীবন মানে ফুলের মেলা-তুইযে মালী করবি খেলা,
বিষাদ ভুলে দেখনা বাগে, হাজার কুঁড়ির ঢলা ঢলি!

১৭৫১

তুইই কষ্টে নিমজ্জিত, ভাবিস কেন রুবাইকার;
কষ্ট নিয়েই জীবন সবার, দেখনা চেয়ে চারিধার।
বিবেক দিয়ে দেখনা জীবন, কষ্টের রঙ হাজার বরণ
কষ্ট থেকে শিক্ষা নে তুই, কাটিয়ে দে না মনের আঁধার!

১৭৫২

পাখীর চোখে দেখিস যখন, ইট পাথরের এই শহর,
হাজার পেশার ব্যস্ত মানুষ খুঁজছে শুধুই নগদ মোহর!
এই বাজারে সবই মেলে, ইহকাল আর পরকালে-
যা খুশী তাই কিনতে পারিস, কেনার বাজার এটাই তোর।

১৭৫৩
সরাইখানায় পেয়ালা হাতে, দোজখ বেহেশত্ বিশ্বাসে,
কাটছে আমার চাঁদের রাতি, জিকির প্রতি নিঃশ্বাসে;
হিসাবখাতা তোমার কাছে - কাটে দিবস দ্বিধার মাঝে,
বিচারদিনে রইবে কিনা, দয়াল তুমি মোর পাশে?

১৭৫৪
দেখিস নাকি সুলতান তুই, এই পৃথিবীর রুপ বদল,
দেখিস নাকি কেমন করে, গোলাপগুলোর রং বদল;
বুঝিস কিনা ওরে বোকা - প্রাণের গানের সুর বদল,
বিস্মিত তবে কেন হবি , দেখলে কারো মন বদল?

১৭৫৫
ভাবুক হলি অস্তবেলায়, রাখলি নাতো বাবরী চুল,
কেমন বাগান মন জমিনে, ফুটলো নাযে একটি ফুল!
বুলবুলি তোর ডালে ডালে, লুকিয়ে থাকে পাতা আড়ালে
আড়াল থেকে বলে শুধু-'জীবন সত্য নয়তো ভুল'!

১৭৫৬
কাগজকলম রইল পড়ে, লিখলি চিঠি অন্তরে,
আয়না হাতে মুচকি হেসে, বললি দিলাম মন তোরে;
জানলোনাতো আমার হৃদয়, যে আলোয় তুই আলোময়,
কি লাভ সখি বলতো আমায়- এমন কল্প সন্তরে!

১৭৫৭
পুরোন এই সরাইখানায়, নয়া মুসাফির রুবাইকার,
চাঁদনী রাতি পুরোন হেথায়, পুরোন শরাব পেয়ালার;
ফুলগুলি সব পড়ে ঝরে-এটাই সত্য জানিস ওরে,
সুবাস হয়তো রয় কিছুদিন- তারপরে সব শুণ্যসার!

১৭৫৮
আজকে রাতে মেঘ ছিলনা, আকাশভরা তারার ভীড়,
সবার বুকেই জ্বলছে আগুন, সবাই যেন নষ্ট নীড়!
স্বপ্ন এবং মৃত্যু হাতে-ঘুরছে সবাই যে যার পথে-
কষ্ট যদি প্রতিক্ষণেই- জীবন ভালো মাতলামির!

১৭৫৯
হয়তো তুমি চলছো একা, মরুর বুকে প্রবল তাপে,
দেখলে হঠাৎ বালি ফুঁড়ে, ফুল ফুটেছে ছোট্ট গাছে;
কি নাম তুমি দেবে তাকে? সেকি মৃত্যু নাকি স্বপ্ন?
নাকি জীবন-নাকি ভালোবাসা বলে ডাকবে তাকে?

১৭৬০
নদীর একটি জলকণা আমি, গেয়েছি শুধু প্রেমের সুর;
যখন তুমি বললে ভালোবাসি, ভেসে গেছি বহুদূর!
হাতে গোলাপ বলে বাছা, নিহত হলে যায়না বাঁচা-
যাকে দিতে চাও দাও এখনই- পাপড়িতে শুনি মৃতুসুর!

১৭৬১
তোমরা যে গাইছোঁ সাফাই, বাৎলে যাচ্ছো হাজার পথ,
আমি শুধু চিনি শুঁড়িখানার পথ, গেলাসভরা ভাতের মদ।
আর প্রয়োজন নেইতো জানা, মনজিল যার কবরখানা-
যতই কর জ্ঞান বাহানা- তোমার আমার একই রথ!

১৭৬২
দেহ পেয়ালায় জীবন শরাব, যতই পুরোন হচ্ছে সই;
ততই তোমার প্রেম সাগরে, মাতাল হয়ে ডুবছি সই!
ভুলেছি আমি জ্যোৎস্নার রাত, ভুলেছি আমি গীত প্রভাত
ভুলেছি আমি তারার আকাশ, ভুলেছি আমি রবোনা সই!

১৭৬৩
হয়তো লালন পেয়েছিলো ছেউড়িয়াতে নিজের দেশ,
আজও আমি ঘুরছি পথে, আজও আমি নিরুদ্দেশ!
না পারলি তুই ভাঙতে আগল, না হলি তুই পুরো পাগল
না হলি তুই সন্ত-সাধু, মিছে মিছেই পাকলো কেশ!

১৭৬৪
তসবি হাতে দিনেরাতে, জিকির করিস রুবাইকার,
হয়তো কামাই হচ্ছে নেকী, খাতায় উঠছে ফেরেশতার;
জানিনাতো কত পেলে, এ পরীক্ষায় পাশ মেলে,
এ প্রশ্নের জবাব পেতে, শরণ বল হবো কার?

১৭৬৫
বসন্তের এই মুগ্ধরাতে, পূর্ণিমাচাঁদ আমার সাথে,
হেথায় আমি নেশায় বিভোর, মাটিগন্ধি শরাব হাতে;
ঐযে পাশে লালন শুয়ে, জ্যোৎস্নারাতি বুকে নিয়ে-
হাজার পাগল তাঁর কথা কয়, আসর মাতে একতারাতে!

১৭৬৬
হয়তো হাজার চাঁদমুখি ফুল জ্যোৎস্নারাতে রয় ফুটে,
তার সুরভী স্নিগ্ধ শিশির, অকাতরে নেয় লুটে!
দেখলিনা তুই তাদের চেয়ে, সরাইখানায় সাকী পেয়ে,
হয়তো দিনের বিজ্ঞ হলি, রাতের বিজ্ঞ নয় মোটে।

১৭৬৭
জানলা খুলে সারারাতি,বসে থাকি অপেক্ষায়;
কখন আমার আঁধাররাতি, ভাসবে মদির জোসনায়-
আমিও যেমন নদী তেমন, সাগর তেমন চাঁদ তেমন
এই জীবনে সময় কাটাই থাকা না থাকার অপেক্ষায়

১৭৬৮
মন, সেতো এক সমুদ্দুরে তীরহারা এক বিরান নাও;
শান্ত, আবার উথালপাথাল, যখন যেমন বইছে বাও!
সাগরতীরে গুনে ঢেউ, জানিস,জীবন কাটায় কেউ?
তেমনি যে তুই তারই পাগল, যে আছে এই; এই উধাও!

১৭৬৯
আমিও সেথায় বসেছিলাম সাধু সঙ্গের মজলিশে,
রাত্রি গেল ভাবনাতে মোর, মনের মুক্তি হয় কিসে?
সে রাত ছিল আকাশভরা, দোলের শশী পাগল করা-
মুক্তি বল হবে কিসে, যে মন ভরা মায়া বিষে!

১৭৭০
কোমলমতি নও তুমিও, তুমিও যে এক হৃদয়হীন;
হাজার স্মৃতির কবর বুকে, মুখে হাসি রাত্রিদিন!
কসাইখানার তুমিও বেনে, প্রিয়'র মৃত্যু নাও যে মেনে
তুমিও নিপুণ বর্শা ছুড়তে গোলাপবুকে-দ্বিধাহীন!

১৭৭১
যদিও অনেক স্বপ্ন আমার, ফুটলো জীবন বাগিচায়;
অনেক আবার ফুটলোনা-কুঁড়ি থেকেই ঝরলো হায়!
তাকিয়ে দেখ এই জগতে- একই গল্প পথে পথেয়াস্মান
আসমান জমিন এক হিসাবে- এক হিসাব সব জামানায়।

১৭৭২
তুইতো দেখিস ফুলের বনে, মৌমাছিরা গাইছে গান;
সত্য হল, মৌমাছিরা, ক্ষুধায় কাতর- ওষ্ঠে প্রাণ!
তুইতো দেখিস আকাশপারে- দারুভরা পূর্ণিমারে;
সত্য হল, শিশিরঝরা, বিষাদভরা, একলা প্রাণ!

১৭৭৩
বেশতো ছিল জীবন আমার, মাথার উপর তারার ছাদ,
দরবেশ নয়, পাগল হয়ে, ঘুরবো পথে ছিল সাধ!
হঠাৎ তোমার মধুর বুলি, দেখিয়ে দিল শুঁড়ির গলি-
যেথায় আমি হচ্ছি বিলীন, ভাংছে আমার সকল বাঁধ!

১৭৭৪
ততই আমি হচ্ছি মাতাল, যতই আমার যাচ্ছে দিন;
চারপাশে সব মানুষগুলোও, যাচ্ছে পচে দিনকে দিন।
ফলগুলোতে ধরলে পচন, বৃথাই সকল মন্ত্র বচন-
বয়সে বাড়ে বলিরেখায়, পচন ঠেকেনা কোনদিন!

১৭৭৫
শরাব হাতে নিশিরাতে, হৃদয়কে দেই ভৎর্সনা,
রইলি পড়ে ভোগ বিলাসে, শেষ হলনা তাঁতবোনা।
চুমুক চলে কাটতে না রেশ, পেয়ালা ভরে না হতে শেষ
জীবন বলে শুধুই জানি- স্বপ্ন আশার জাল বোনা!

১৭৭৬
উথলে ওঠে বিষাদ সাগর, যখন দেখি আয়নাতে;
দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ যে এক, জীবন আমার যার সাথে!
মন এখনো তাজা ফুলে, সুবাস ছড়ায় দুলে দুলে-
প্রেমের গজল গেয়ে ওঠে আগের মতই চাঁদ রাতে!

১৭৭৭
একদিন এক নীরব রাতে, মনের সাথে তর্ক খুব;
আমি বলি দেহমনে, দরবেশীতেই আসে সুখ।
বুড়ো দেহই মানলেনা তা, তরুণ মনতো হাসলো হা হা;
বল্ল আমায়, পরতে পারো, দরবেশী ঢং বসনটুক!

১৭৭৮
বিপর্যস্ত স্বপ্নগুলো, মনের তাকে সাজানো সব;
ক্লান্ত এবং নীরব সবাই, নেই অভিযোগ নেই বিপ্লব!
আমি যখন পথে একা, তারাই ছিল আমার সখা,
আজকে আমার জীবনখানি; কৃতিত্ব যে তাদের সব!

১৭৭৯
কোথায় ভাসাবো স্বপ্নভেলা, রুপসী নদীরা মরেছে সব,
ঝড়ে ভাঙা এই বসন্তবনে, ক্লান্ত কোকিল রয় নীরব!
ধূলায় গড়ায় শরাবদানী, মলিন আকাশে ভাঙা চাঁদখানি
তাহলে কেমনে সরাইখানার, জ্ববে রাতে বাতিরা সব?

১৭৮০
হয়তো যদি পেতাম সবাই, হাজার বছর আয়ুষ্কাল,
কেমন হতো দীর্ঘ জীবন; সামাল নাকি বেসামাল?
হয়তো বন্ধু তোমার কাছে, এ প্রশ্নেরও জবাব আছে,
আমার কাছে নেইতো জবাব, প্রশ্ন বাণেই টালমাটাল!

১৭৮১
তোমার বুকে হাঁটি যখন, দর্পভরেই পড়ে চরণ;
উড়িয়ে ধূলো স্বপ্নগুলোর ঘোড়সওয়ারও বেরহম!
যাই ভুলে যাই নশ্বরতা, স্বল্প আয়ুর জীবনকথা-
অলীক তর্কে ভুলেই থাকি; মাটি যে মোর শেষ শরণ!

১৭৮২
তোমার জন্য সৃজিত সবই, আকাশ এবং তারার ফুল।
সাগর, নদী, ফুলবাগিচা; যা দেখ নয় কিছুই ভুল!
যদিও তোমার ছোট্ট জীবন, পেয়েছ স্বপ্ন, পেয়েছ মন;
সৃজিত, তুমিও করছো সৃজন, এ বিশ্বে তাই তুমি অতুল!

১৭৮৩
তখন আমি নেশায় ছিলাম, আধোআধো সংজ্ঞাহীন,
তিন প্রহরের নিঝুম রাতি, চাঁদের আলো হয়েছে ক্ষীণ!
সরাইখানার গলির উপরে, মন ও বিবেক ঝগড়া করে-
বিবেক বলে তাকিয়ে দেখ, কোথায় আছে তোমার দ্বীন?

১৭৮৪
জন্মেছিল পাবনাতে সে, আধা পাগল রুবাইকার,
অর্থহীনের অর্থ খোঁজে, বৃথাই খোঁজে জীবন সার!
গারদখানাই ছিল ভালো, বাইরে থেকে গোল পাকালো-
হাজার প্রশ্ন মাথায় যে তার-ধর্মকর্ম সভ্যতার!

১৭৮৫

প্রশ্ন করবো কাকে বলো, জ্ঞানীর চোখে অহংকার;
আমার মত অধম যারা, কেমনে হবে নির্ভার?
ভবের হাটে সারি সারি, মতাদর্শের দোকানদারি,
সবাই শ্রেষ্ঠ বাণীধারী, কেউ ধারেনা কারো ধার!

১৭৮৬

তুমি হয়তো ভাবো আমায়, জাতে মাতাল তালে ঠিক,
জ্ঞান হারালেও পথ হারাইনা - ঠিকই চলি বাড়ীর দিক!
সত্য হলো, অধম আমি - ভয়েই কাটে দিন যামিনী-
পালিয়ে থাকি, জীবন থেকে, যেথায় কষ্ট মানবিক!

১৭৮৭

তুমি কি জানো কোন একদিন, মরুতেও ছিল জলরাশি;
উষর আমার দু'চোখে ছিল, নিশীথে নিশীথে বানভাসি!
সেকথা জানে চাঁদ ও আকাশ, রাত্রে ফুলের বুকের সুবাস
নীরবে তারাও নিঃশেষ হলো- আমার বুকেতে আসি!

১৭৮৮

তার হাত ভরা চাঁদের রাতি, মরুর গোলাপ উঠে ফুটে;
হয়তো রাতে অজানা অলিরা,ভরা জোৎস্নায় মধু লোটে।
সুলতান সেই রুবাইকার, পথ ভোলা এক মরিচিকার-
বেহেস্তি হতো এই জীবনেই, মরু ছায় যদি ফুল ফুটে!

১৭৮৯

পাখী তুমি সুখী কেন? জিগেস করে রুবাইকার;
পাখী বলে, এই যে বাগান, ছোট্ট হলেও সব আমার!
চাইনা আমি বিশাল সাগর, এইতো ভালো মন সরোবর-
এইতো আমার বেহেশতখানা-দুই দিবসের জীবন যার।

১৭৯০

দিব্যি রইলো ঝরা ফুলের, সুবাস বিলিয়ে মরেছে যে,
শরৎ রাতের আকাশে চেয়ে, তোমাকে ভালোবেসে যে!
হয়তো আমি তোমার চোখে,খাপছাড়া আর কিছুটা বখে-
তবুও উষর হৃদয় নিয়ে, তোমার আঁখিতে ডুবেছি যে!

১৭৯১

কাজলের বাঁধ দাওনা যতই, আমি জানি আঁখি সেই নদী,
প্রবাহিত সেথা নীল বেদনার - হৃদয়ের ক্ষরণ নিরবধি!
হে আমার প্রিয় নির্ঘুম রাত, যেথা সঁপেছি সব অভিলাষ,
পেয়ালা শরাবে মাতাল থাকি - সুখ স্বপ্ন দেখি যদি!

১৭৯২

সে রাত আমায় মুগ্ধ করে-আকাশভরা বকুল ফুল;
গড়িয়ে পড়ে পেয়ালা আমার, চুমুক দিতে হই বেভুল!
পাশে তুমি থাকো যদি, তোমার চোখের গীতল নদী -
আমার মরু বুকের ভিতর- ফুটিয়ে তুলতো হাজার ফুল!

১৭৯৩
সব অভিযোগ নিজের কাছে,নয় খোদার কাছে মোর;
কেমন জীবন পেলাম হেথায়, অপেক্ষাতে রয় কবর!
অপার আকাশ কয়না কথা, চাঁদ সুরুজের নীরবতা-
নিকষকৃষ্ণ আঁধারে থাকি-নেই যেখানে আলোর দোর!

১৭৯৪
একদিন এক বিকেলবেলায়, তোমার তরে অপেক্ষায়;
গোলাপ ফুল কিনেছিলাম, পরাবো ঐ কালো খোঁপায়!
বিভোর যখন স্বপ্ন নিয়ে-গোলাপ উঠলো কথা কয়ে-
খুন কর ফুলকে তোমরা, হে মানুষ নিছক ভালোবাসায়'!

১৭৯৫
আকাশ ভরা নীরবতা, হে রাত আমার প্রিয় সই;
সরাইখানার মগ্ন মাতাল, তোমার সাথেই কথা কই!
কি লাভ বল ঘুমিয়ে রাতে-অনন্ত ঘুম রয়েছে সাথে,
জীবন যখন স্বপ্ন শুধুই, জেগে থাকায় দোষী তো নই!

১৭৯৬
আঁধার পথে পথিক তুমি, জানোনা তোমার আগামীকাল!
কুড়িয়ে বেড়াও সাধের নুড়ি, অলক্ষে হাসে মহাকাল।
তুমি উছল দিবে কারে মন- হয়তোআছে কোন প্রিয়জন,
হাতে নিয়ে এ ক্ষুদ্র প্রদীপ; জ্বেলেছ হৃদয়ে স্বপ্ন মশাল!

১৭৯৭

আবেগ হয়তো মাটির দিয়া, হয়তো আবেগ সাগর ঢেউ,
সেথায় ফোটে স্বপ্ন ফুলেরা, স্বপ্ন বিহীন নইতো কেউ!
বিবেক বুড়ো গায় তা না না; সবকিছুতেই তার যে মানা
কখনো কখনো রয় সে নীরব, বুঝতে চায়না যুগের ঢেউ!

১৭৯৮

স্বপ্ন দেখি সুবেহসাদিকে, দরবেশ এক, মগ্নধ্যান;
প্রশ্ন করি বলুন আমায়, কাকে বলে দিব্যজ্ঞান?
দরবেশ বলে জানিনা খবর, আমার লেবাস শুধু কবর,
হয়তো জবাব তার কাছে আছে, জীবন যার অনির্বাণ!

১৭৯৯

কসম আমার এই কলমের, তোমার কাজলে অশ্রুপাত;
বরবাদ করে মনের বাগান, ম্লান হয়ে যায় জ্যোৎস্নারাত!
যে পড়েছে-চোখের নেশায়, কি হবে বল লাল মদিরায়
কারো মন মরু যদি হয়, পারে কি ভেজাতে বর্ষার রাত?

১৮০০

পরওয়া করিনা কিছুতে আমি, তোমার ধ্যানেই অহর্নিশ;
মরবো তোমার আঁখি চেয়ে, পেয়ালাতে যদি ঢালো বিষ!
এ মহাবিশ্বে ভঙ্গুর রথে- ফুরিয়ে গেলাম অচেনা পথে-
তবুও যারা মিত্র শত্রু - ছিলে পাশে- করি কুর্ণিশ!

ধন্যবাদ সুপ্রিয় পাঠক

সমাপ্ত